নিবিড় পদ্ধতিতে গম চাষ

System of Wheat Intensification

By,
Dr. Kanchan Kumar Bhowmik
Sr. Consultant, MKSP-LKP

Loka Kalyan Parishad

নিবিড় পদ্ধতিতে গম চাষ

(System of Wheat Intensifitation)

ভূমিকা

আমাদের রাজ্যে শস্যের ক্ষেত্রে ধানের পরেই গমের স্থান। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু গম চাষের পক্ষে উপযোগী। আমাদের রাজ্যের চাষি বন্ধুরা প্রথাগত পদ্ধতির পাশাপাশি নিবিড় SWI পদ্ধতিতেও গম চাষ করেন।

Loka Kalyan Parishad

নিবিড় (SWI)– এর উদ্দেশ্য

এই পদ্ধতিতে গম চাষ করলে বীজ এবং জল খুবই কম লাগে। প্রথাগত চাষের থেকে এই পদ্ধতিতে ফলন অনেক বেশি। প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে চাষ করলে অনেক কম জল লাগে।

সময়সীমা

পশ্চিমবঙ্গে রবি মরশুমে বোরো চাষের বিকল্প হিসাবে গম চাষ অত্যন্ত উপযোগী।

Loka Kalyan Parishad

বীজের জাত

সোনালিকা PBW-343, UP-262 প্রভৃতি বীজগুলি পরীক্ষিত, উপযুক্ত ও জনপ্রিয়।

বীজবাছাই ও বীজশোধন

১০ কেজি গম বীজ শোধন করার জন্য ২০ লিটার মোম গলা গরম জলে বীজ আধ ঘন্টা ভিজিয়ে নিলে, ছত্রাক জনিত 'লুজস্মাট' কমে যায়।

Loka Kalyan Parishad

পদ্ধতি

মোম গলা গরম জলে রৌদ্রে শুকানো গম বীজ ডুবিয়ে দিতে হবে। যে বীজগুলি ভেসে থাকবে সেগুলি বীজ হিসাবে ব্যবহার না করে বাদ দিলে ভাল। এরপর ৫ কেজি কেঁচো সার ও ৪ লিটার গোমূত্র ভালো করে মিশিয়ে ৮ ঘন্টা রাখতে হবে। তারপর এই

বীজ তুলে কাপড় বা পাতলা চটে বেঁধে ৮ ঘন্টা রাখতে হয়। এরপর ২০ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে চটের বস্তায় আরও ১২ ঘন্টা রাখলে অঙ্কুর দেখা দেবে। পিঁপড়ে থেকে রক্ষার জন্য প্রায় ৫০০ গ্রাম কাঁচা নিমপাতা, অঙ্কুরিত বীজগুলিতে মাখিয়ে মূল জমিতে বপন করতে হবে।

Loka Kalyan Parishad

মূল জমি তৈরি

বিঘাপ্রতি ৪–৫ কুইন্টাল গোবরসার ও ৫০–৬০ কেজি কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) জমি চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। শেষ

চাষে বিঘাপ্রতি প্রায় ১০ কেজি ডি.এ.পি, ৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ সার ছড়িয়ে মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে।

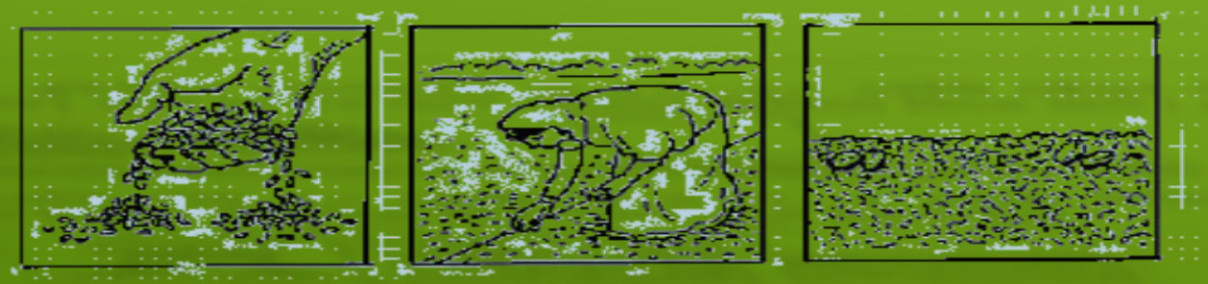

Loka Kalyan Parishad

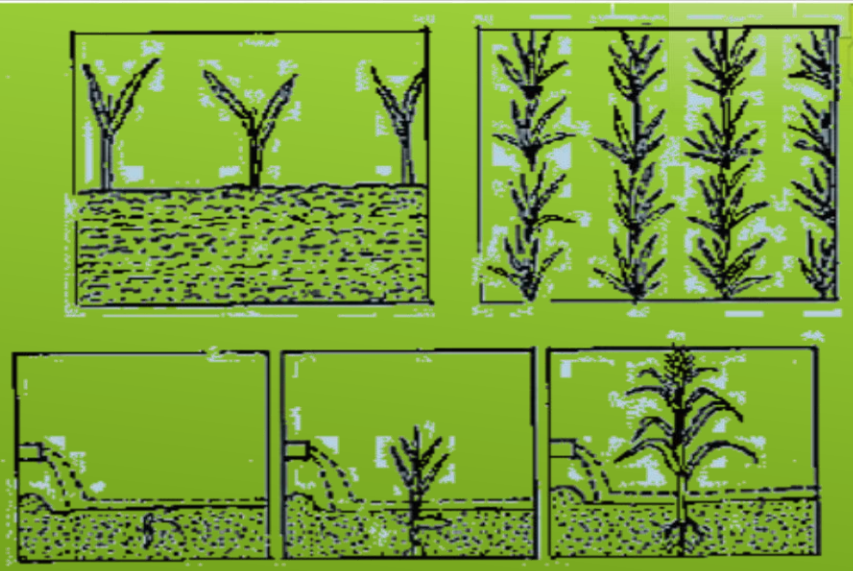

বীজবপন

জমিতে উপযুক্ত আদ্রতা (তৈরি মাটি হাতের তালুতে নিয়ে দলা পাকানো যাবে আবার হাল্কা চাপেই বা মাটিতে ফেলে দিলে ঝুরঝুরে হয়ে ভেঙে যাবে এমন অবস্থা) থাকা অবস্থায় অঙ্কুরিত বীজ ৮ ইঞ্চি পরপর সারিবদ্ধভাবে একসাথে দুটি করে বপন করতে হবে। বীজবপনের সময় লম্বা দড়িতে ৮ ইঞ্চি পরপর চিহ্নিত করে তার সাহায্যে বীজ বপন করলে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব বজায় থাকে। সারিতে কোথাও চারা না গজালে ৭ দিনের মাথায় অঙ্কুরিত বীজ বা সমবয়স্ক চারা লাগিয়ে সেচ দিতে হবে।

Loka Kalyan Parishad

পরিচর্যা

বীজ বপনের ১৭ থেকে ২১ দিনের মাথায় সেচ দেওয়া দরকার। কারণ ঐ সময় চারার মুকুট শিকড় হতে শুরু করে। ৩৮–৪২ দিনের মাথায় থোড় উদ্‌গম (Principal Initiation) হতে থাকে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও নিড়ানি গম চাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রথম ও তৃতীয় সেচের ২–৩ দিন পর নিড়ানি দিলে মাটি আলগা হয়। মাটিতে বাতাস চলাচল করে, শিকড়ের বৃদ্ধি হয়, পাশকাঠি বেশী হয় ও ফলন বাড়ে।

শস্য উত্তোলন ও মজুতকরণ

SWI পদ্ধতিতে সাধারণ পদ্বতির তুলনায় ২৫–৪০ শতাংশ বেশী ফলন পাওয়য় যায়। পুষ্ট বীজ(রোদে শুকিয়ে) ঝাড়াই, বাছাই করে বস্তা করে মজুত করা যায়।

Loka Kalyan Parishad

১০ কাঠা জমির আয় ব্যয়ের হিসাব

ব্যয়			আয়		
উপকরণ খরচের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	উৎপাদন	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
বীজ	১.৫ কেজি	৪৫	ফসল	২ কুই.	২৮০০
সার	৬ কেজি	৪৮	জ্বালানী	১.৫ কুই.	৪০০
সেচ	৩ বার	১৫০	সবজি	–	–
কীটনাশক	–	–	পশুখাদ্য	১ কুই.	৩০০
মজুরী	১০ টি	১২০০	অন্যান্য		
অন্যান্য	–	–	মোট		৩৫০০
মোট		১৪৪৩			

নীট লাভ : ৩৫০০–১৪৪৩ = ২০৭৫ টাকা

Loka Kalyan Parishad

ধন্যবাদ